(৪) আন্তঃসংযোগ চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী পক্ষগণ বা উপ-ধারা (২) এর অধীনে যাহাদের এইরূপ চুক্তি সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে তাহারা উক্ত চুক্তির শর্তের বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত না হইতে পারিলে যে কোন পক্ষ কমিশনের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করিতে পারে বা কমিশন স্বীয় উদ্যোগে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করিতে পারে, এবং কমিশন উহার বিবেচনা মত যথাযথ শর্ত নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

(৫) কমিশন যথাযথ ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে-

(অ) জনস্বার্থ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, আন্তঃসংযোগের যে কোন বিষয়ে যে কোন পরিচালনাকারীর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে;

(আ) সম্পাদিত যে কোন আন্তঃসংযোগ চুক্তির শর্তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নির্দেশ দিতে পারে;

(ই) প্রস্তাবিত আন্তঃসংযোগ চুক্তির উপর আলোচনা ও উহা চূড়ান্তকরণের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে;

(ঈ) আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি বা চালু রাখার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ট্যারিফ, চার্জ ইত্যাদি

ট্যারিফ অনুমোদন

৪৮। (১) পরিচালনাকারী তৎকর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদান শুরু করার পূর্বেই উক্ত সেবা বাবদ প্রদেয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন চার্জের হার বিশিষ্ট একটি ট্যারিফ কমিশনের নিকট পেশ করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচালনাকারী উক্ত সেবা প্রদান বা সেবা বাবদ কোন ধরনের চার্জ আদায় শুরু করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ট্যারিফ পেশ করার সময় পরিচালনাকারী উক্ত ট্যারিফ নির্ধারণের ভিত্তি সম্পর্কিত তথ্যাদিও সংযুক্ত করিবে।

(৩) পেশকৃত ট্যারিফ অনুমোদন করিলে উহা জনসাধারণের অবগতি ও পরিদর্শনের জন্য কমিশন তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত তথ্যাদিও উহাতে সন্নিবেশ করিতে পারিবে।

(৪) পরিচালনাকারী কর্তৃক ট্যারিফ পেশ করার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশন-

(ক) সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত ট্যারিফ অনুমোদন করিবে, বা তদস্থলে একটি বিকল্প ট্যারিফ প্রতিস্থাপন করিবে বা একটি বিকল্প ট্যারিফ দাখিলের জন্য পরিচালনাকারীকে নির্দেশ দিবে;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(খ) উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পেশকৃত ট্যারিফ নামঞ্জুর করিবে এবং উহা নামঞ্জুর করার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবে; অথবা

(গ) দফা (ক) বা (খ) এর অধীনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে উহার কারণ উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বা উহার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশ করিবে এবং কত দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিশন ইচ্ছুক তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিবে, তবে এই বিলম্ব ৬০ (ষাট) দিনের বেশী হওয়া চলিবে না।

কমিশন কর্তৃক ট্যারিফ নির্ধারণের নীতিমালা

৪৯। (১) ট্যারিফ অনুমোদন বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নবর্ণিত সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করিবে:-

(ক) ট্যারিফ হইবে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত;

(খ) একটি নির্দিষ্ট সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বা উক্ত সেবার বিভিন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চার্জ সমভাবে প্রযোজ্য হইবে;

(গ) যদি কোন পরিচালনাকারী এমন একাধিক সেবা প্রদান করেন যে, একটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাজারে প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু অপর একটি সেবার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নাই, তাহা হইলে:

(অ) প্রতিযোগিতাবিহীন সেবার আয় হইতে প্রতিযোগিতামূলক সেবার জন্য কোন ভর্তুকি প্রদান করা যাইবে না;

(আ) এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান প্রতিযোগিতাবিহীন সেবার ক্ষেত্রে উহার আয় হইতে এইরূপ, ভর্তুকির ব্যবস্থা থাকিলে, উক্ত ভর্তুকি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত ক্রমবর্ধমান হারে (progressively) তুলিয়া দিতে হইবে;

(ঘ) কোন সেবার ট্যারিফ বা উক্ত সেবার জন্য প্রদেয় কোন চার্জের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে অন্যায়ভাবে বা অযৌক্তিকভাবে বৈষম্য বা আনুকূল্য প্রদর্শন বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির শিকার করা হইবে না।

(২) কোন ট্যারিফ ন্যায্য ও যুক্তিসংগত কিনা তাহা নির্ধারণের জন্য কমিশন যে কোন স্পষ্ট ও যুক্তিসংগত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে, এবং এইরূপ পদ্ধতি কোন পরিচালনাকারীর সংশ্লিষ্ট রিটার্নভিত্তিক বা অন্যবিধ তথ্যভিত্তিক হইতে পারে।

(৩) কোন পরিচালনাকারীর প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে কমিশন যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে-

(ক) উক্ত পরিচালনাকারীর কোন অধীনস্থ সহযোগীর কোন কাজকর্ম উক্ত সেবা প্রদান কাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(খ) উক্ত সেবা বাবদ পরিচালনাকারী কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জের হারকে ন্যায্য এবং যুক্তিসংগত করার জন্য এই আইন বা প্রবিধানে পর্যাপ্ত বিধান নাই;

তাহা হইলে কমিশন উক্ত সহযোগীর সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষকে পরিচালনাকারীর আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে।

বৈষম্যমূলক চার্জ নিষিদ্ধ

৫০। (১) কোন পরিচালনাকারী, তাহার প্রদত্ত সেবা অথবা উহার জন্য প্রদেয় চার্জের ব্যাপারে, অন্যায় বা অযৌক্তিকভাবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে বৈষম্য করিবেন না অথবা অন্যায় বা অযৌক্তিক বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবেন না, অথবা তিনি নিজের ক্ষেত্রে বা অন্য কাহারও ক্ষেত্রে কোন অন্যায় বা অযৌক্তিক আনুকূল্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) কোন পরিচালনকারীর বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন বৈষম্য প্রদর্শন, অসুবিধা ঘটানো বা আনুকূল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে-

(ক) উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক যৌক্তিকতা আছে বলিয়া কমিশন বিবেচনা করিলে অভিযোগ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, অভিযোগ সম্পর্কে তাহার লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য পরিচালনাকারীকে ১৫ (পনের) দিনের একটি নোটিশ দিবে;

(খ) এতদবিষয়ে পরিচালনাকারীর আচরণ যে বৈষম্যমূলক, অসুবিধা সৃষ্টিকারী বা আনুকূল্যমূলক নহে তাহা কমিশনের নিকট প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তাইবে পরিচালনাকারীর উপর;

(গ) উক্ত অভিযোগ ও পরিচালনকারীর বক্তব্য বিবেচনান্তে কমিশন উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান ভঙ্গ করিলে কমিশন পরিচালনাকারীর উপর অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে বা ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য পরিচালনাকারীকে নির্দেশ দিতে বা সংশ্লিষ্ট বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার জন্য উক্ত পরিচালনাকারীকে নির্দেশ দিতে বা এইরূপ একাধিক বা সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সেবার মান ইত্যাদি

টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির মান

৫১। (১) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির কারিগরী দিক সম্পর্কে জাতীয় মান (Standards) ও মানদণ্ড (Criteria) নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.